মুজিবনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মুজিবনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে দারিয়াপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে একজন ছাত্রীকে টিকা প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে ক্যাম্পেইনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন করিম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স এবং দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছা. আওলিয়া খাতুন।

ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মুজিবনগরে স্কুল পর্যায়ে ৮৮টি টিকা কেন্দ্রে ১৬,২৭৮ জন ছাত্রছাত্রী টিকা গ্রহণ করবে। কমিউনিটি টিকাদান কেন্দ্র ৯৬টি, মোট টিকা গ্রহণকারী সংখ্যা ২৫,৩৪৫ জন, মোট টিকা কেন্দ্র, ১৮৪টি, মোট টিকা গ্রহণকারী শিশু সংখ্যা ৪১,৬২৩ জন।

মেহেরপুর জেলায় ৯ মাস থেকে ১৫ বছর বয়সী মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ২৯৭ জন শিশুর টিকাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা ৮০,১৪৫ জন, গাংনী উপজেলা ৪৭,৯৪৩ জন, মুজিবনগর উপজেলা ২৬,৯৩৮ জন ও মেহেরপুর পৌরসভায় ১৩,২৭১ জন।

তবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে মোট ৭১,১৬৯ জনের। এর মধ্যে সদর উপজেলা ২৭,৭২৫ জন, গাংনী উপজেলা ২৮,৭৪৫ জন, মুজিবনগর উপজেলা ৮,৯৭৫ জন।

মুজিবনগরে ইউপি মেম্বারের ঘুষিতে জখম আরেক ইউপি মেম্বার

মেহেরপুরের মুজিবনগর ◌ুউপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে সদস্যদের নিয়ে মিটিং চলাকালে পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বার) ওমর ফারুকের ঘুষিতে ৫ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বার) আব্দুর রকিব রক্তাক্ত জখম হয়েছে।

মেম্বার ওমর ফারুকের আঘাতে আব্দুর রকিবের নাকের হাড় ভেঙে যায় এবং কিছুদিন আগে বাম চোখে লাগানোর লেন্স ভেঙে বাম চোখ রক্তাক্ত যখন হয়।

রবিবার বেলা ১২ টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের রুমে মিটিং চলা কালিন এ ঘটনা ঘটে।

রক্তাত্ব অবস্থায় আব্দুর রকিব কে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় সহকর্মী সহ তার আত্মীয়-স্বজনরা। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে রেফার করেন।

উপস্থিত অন্যান্য ইউপি সদস্যরা জানান, আকস্মিক ঘুষি দিয়েই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত মেম্বর ওমর ফারুক।

জানা গেছে, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যরা (ওয়ার্ড মেম্বর) পরিষদের বরাদ্দকৃত টিআর, কাবিখা বন্টন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এ সময় ০৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার রিপন হোসেনের সাথে বন্টন নিয়ে কথা বলার সময় হঠাৎ ভাগ বন্টন নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন বলে অযাচিত ভাবে সবার সামনে ০৭ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার ওমর আলী অতর্কিত আঘাত করে। এতে আব্দুর রকিব মেম্বরের নাক ফেটে রক্ত বের হতে তাকে। দ্রুত তাকে নেওয়া হয় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লক্সে। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। চোখ ও নাকে আঘাত গুরুতর হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তাকে রেফার করে।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য আব্দুর রকিবের সাথে কথা বলে জানা গেছে ওমর মেম্বারের এর সাথে কোনরূপ কোন তর্ক বা বিতর্ক হয়নি হঠাৎ এসে এই

আক্রমণ করেছে তার ওপর। হাতে থাকা মোবাইল ফোন ও প্যান্টের পকেটে থাকা প্রায় ৮ হাজার টাকা কেড়ে নেয়।
বিরোধের বিষয়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন জানান, সবার সামনেই ঘটনাটি ঘটেছে যা খুবই দুঃখজনক। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করা হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন সরকারি মিটিং চলাকালীন সময়ে এই ঘটনায় ওমর মেম্বার এর বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) জাকির হোসেন জানান, ঘটনাটি শোনার পরে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে। এ বিষয়ে থানায় কেউ কোন অভিযোগ দেয়নি অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যাবস্হা গ্রহন করা হবে।

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের স্মারকলিপি প্রদান

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ এর ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জামায়াতে ইসলামী।

রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি মিছিল বের হয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান।

মিছিলে জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমীর সোহেল রানা, পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ আবদুল ছালামের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের আগে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবি পড়ে শোনানো হয়।

দাবিগুলো হলো, জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন, জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতি চালু, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত, ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচারের ব্যবস্থা, স্বৈরাচারপন্থী দলসমূহ, বিশেষ করে জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলীয় জোটের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা।

সপ্তাহ ব্যবধানে কাঁচা মরিচ অর্ধেকে

কাঁচা বাজারে কাঁচা মরিচের দাম কমে আসায় স্বস্তি ফিরে এসেছে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা মরিচের উচ্চমূল্যে বিপাকে পড়া ক্রেতারা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। বাকি সকল সবজির দাম স্থিতিশীল।

বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় মুরগি ও মাছের দামে নানা রকম ওঠানামা দেখা গেছে। কিন্তু সবজির দাম স্থিতিশীল।

মেহেরপুর পাইকারি ও খুচরা বাজারে ঠিক মতো সরবরাহ থাকায় বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমেছে বলে জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা।

পাইকারি বাজারে আলু ১৫ থেকে টাকায় স্থিতিশীল, পেয়াজ ৬০ থেকে বেড়ে ৬৫ টাকায়, রসুন ৭০ টাকায় অপরিবর্তিত থেকে বিক্রি হয়েছে। তবে কাঁচামরিচের দাম নিম্নমুখী সপ্তাহের ব্যবধানে অর্ধেকেরও কম গত সপ্তাহে যেখানে ছিলো ২৬০ টাকা এ সাপ্তাহে ১০০ টাকা।

ঢেঁড়স, বেগুন, পটল অপরিবর্তিত থেকে ৪০, ৭০, ৫০ টাকা। শশা, মূলা ২৫,২০ থেকে বেড়ে ৩৫,২৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। শাক, পেঁপে কেজিপ্রতি ৩০,১৫ টাকায় স্থিতিশীল, ঝিঞা ৩৫ টাকা থেকে বেড়ে ৪০ টাকায়, ধন্দল ১৫ থেকে বেড়ে ২৫ টাকা।

গজর ও টমেটো তে ও কমেছে দাম। গাজরে ২০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছ ১২০ টাকা, টমেটো তে ১৪ টাকা কমে ১১৬ টাকা।

খুচরা বাজারে আলু, পেয়াজ রসুন, ২০, ৭০,১০০ টাকায় অপরিবর্তিত। তবে কাঁচামরিচের দাম কমেছে, গত সপ্তাহে যেখানে ছিলো ৩০০ টাকা এ সাপ্তাহে ১৪০ টাকা।

ঢেঁড়স অপরিবর্তিত থেকে ৫০ টাকা। বেগুনে ২০ টাকা কমে ৮০ টাকা। শাক, শশা ও মূলা অপরিবর্তিত থেকে ৪০ টাকায় করে বিক্রি হচ্ছে। পেঁপে ও ঝিঞা ২০ ও ৫০ টাকায় স্থিতিশীল। ধন্দলে ১০ টাকা বেড়ে ৪০ টাকা।

গজর ও টমেটোতে ও কমেছে দাম। গাজরে ২০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছ ১৪০ টাকা, টমেটো তে ১০ টাকা কমে ১৩০ টাকায় অপরিবর্তিত।

মুরগি বাজারে ব্রয়লার মুরগী ও সোনালী মুরগীতে কেজিপ্রতি ১৮০ ও ২৮০ টাকা স্থিতিশীল এবং লেয়ার মুরগিতে ১০ টাকা কমে ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুরগি ব্যবসায়ী মিরাজ বলেন গত সপ্তাহ এবং এই সপ্তাহ মুরগির দামে কোনরকম কম বেশি নেই সব দাম একই আছে।

মাছের বাজারে রুই ২৮০-৩২০, তেলাপিয়া ১৮০, পাঙাশ ১৭০, সিলভার ১৭০, জিওল ৩৫০, চিংড়ি ১১০০, পাকাল ৭০০-১১০০।

মাছ ব্যবসায়ী সিরাজ বলেন মাছের আমদানি ঠিক থাকায় বাজারে পরিমাণ মতো মাছ আসছে। ঠিকমতো বাজারে মাছ আসার কারণে মাছের দাম অনেকটাই কম।

ছাগলের মাংস ১১০০ টাকায় এবং গরুর মাংস সর্বদা ৭৫০ টাকায় অপরিবর্তিত।

সবজি বিক্রেতা শহিদুল বলেন, “গত সপ্তাহে মরিচের অভাব ছিল, তাই দাম বেশি ছিল। এখন পরিমাণ মতো বাজারে মরিচ আশায় দাম অর্ধেক হয়ে গেছে।

সবজি বিক্রেতা সবুজ বলেন, সবজির দাম অপরিবর্তিত থাকাই এবং কাঁচা মরিচের দাম কম হওয়ায় বেচা কেনা বেড়েছে এবং ক্রেতারা অনেক বাজার করছে, মোটামুটি ভাল রকম বেচাকেনা হচ্ছে।

ক্রেতারা জানিয়েছেন, গত সপ্তাহ ও এই সপ্তাহে সবজির দাম অপরিবর্তিত শুধু কাচা মরিচের দাম অর্ধেক।

সবজি ক্রেতা সামসুজ্জোহা বলেন, সবজির দাম কমেছে আবার বেড়েছে পেঁয়াজ ছিল ৬০ টাকা ৭০ টাকা হয়েছে, আবার রসুন ছিল ১২০ টাকা ১০০ টাকা এসেছে। অন্যদিকে কাঁচা মরিচ গত সপ্তাহে যেটা ৩০০ টাকা কিনলাম আর সেটা ১৪০ টাকা । দাম কম কমে আসায় পরিমাণের থেকে বেশি বাজার করতে পারছি।

সবজি ক্রেতা সোহেল রানা বলেন, আমরা সাধারণ মানুষরা সবসময় চাই বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নাগালে থাকুক। কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেছিলাম কমে আসে চিন্তামুক্ত হলাম । অনেকটাই বেশি করে কিনছি।

মেহেরপুর তহ বাজার সভাপতি হাফিজুর রহমান হাফি বলেন, কাঁচা বাজার এখন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। শাক- সবজি সবকিছুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। আসলে কাঁচা মালের দাম তো সব সময় আবহাওয়া তারপর আমদানির ওপর নির্ভর করে। আমদানি ঠিক থাকায় কাচামালের দাম এখন অনেক কম এবং স্বাভাবিক।

তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে কাঁচা মরিচ দাম এখন অর্ধেক। কিছুদিন পরিমাণ মতো আমদানি না থাকাই দাম অতিরিক্ত বেশি হয়ে গেছিলো। গত কয়েকদিন বাজারে ঠিকমতো কাঁচা মরিচ আশায় দাম স্বাভাবিক হয়ে গেছে গত সপ্তাহে যে কাঁচা মরিচ ৩০০ টাকা খুচরা বিক্রি করেছিল এ সপ্তাহে ওই কাঁচা মরিচ ১৪০ টাকা যা অর্ধেকের থেকেও কম।

দুস্থ রোগীদের পাশে বিএনপি

নেতা কামরুল হাসান

দুস্থ ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে গ্রামে গ্রামে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করছেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে এ মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামে দিনব্যাপী মেডিক্যাল ক্যাম্পের উদ্বোধণ করেন তিনি। এর আগে গত কয়েক সপ্তাহে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী, রাইপুর, শ্যামপুরসহ কয়েকটি গ্রামের ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে দুস্থ মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন।

কুষ্টিয়া ল্যাব কেয়ারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ক্যাম্পে ১০ থেকৈ ১২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রতিটি মেডিক্যাল ক্যাম্পে প্রায় ২ শতাধিকের বেশি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসা নিতে আসা শোলমারীর গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ পারভিনা খাতুন বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, কিন্তু আর্থিক কষ্টের কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে পারিনি। আজ এখানে এসে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছি, ওষুধও দিয়েছে। এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

চিকিৎসা নিতে আসা আব্দুল গফুর জানান, সারাদিন রিকশা চালিয়ে সংসার চালাই, ডাক্তার দেখানোর মত টাকা গোছাতে পরিনি। যেকারণে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ হয় না। আজ বিনা পয়সায় ডাক্তার দেখাতে পারছি, খুব ভালো লাগছে।

মোছাঃ তাহমিনা নামের এক কলেজপড়ুয়া শিক্ষার্থী বলেন, এমন ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প হলে গরিব মানুষদের অনেক উপকার হয়। ডাক্তাররা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন, প্রয়োজনীয় ওষুধও দিচ্ছেন।

মেডিকেল ক্যাম্পের প্রধান সমন্বয়ক ও ল্যাব কেয়ারের চেয়ারম্যান ডা. সজিবুল হক জানান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসানের উদ্যোগে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি নিয়মিতভাবে শহর ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অসহায় মানুষের জন্য এ ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবির অন্যতম লক্ষ্য হলো জনগণের মৌলিক অধিকার ও সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই আমরা নিয়মিত সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে জেলা বিএনপি কাজ করছে। সেই ধারাবাহিকতায় শোলমারী গ্রামের দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

মেডিক্যাল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, সাবেক সহসভাপতি আলমগীর খান সাতু, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রুমানা আহমেদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মৃত মোটর শ্রমিকদের পরিবারকে মৃত্যু ভাতা প্রদান

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের মাঝে মৃত্যু ভাতা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুর পশুহাটে অবস্থিত জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

যুগ্ম সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সবুজ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা। এ সময় মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সকল সদস্য ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৭৮ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারের হাতে মৃত্যু ভাতা প্রদান করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহসান হাবীব সোনা বলেন, সারা বাংলাদেশে মোটর শ্রমিকদের দুর্ভোগ এখন চরমে। দেশে অবৈধ

যানবাহনের দৌরাত্ম্য বেড়েছে, কিন্তু আইন প্রয়োগে তেমন পদক্ষেপ নেই। সরকার যেই আসুক না কেন, মোটর শ্রমিকদের দিকে সেভাবে কেউ নজর দেয় না। তিনি আরও বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলা হয়, কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই আমরা কোন চাঁদাবাজি করি না। আমরা শ্রমিক, পরিশ্রম করে জীবন-জীবিকা চালাই। সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, মোটর শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত শ্রমিকদের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

মোনাখালীতে আমিরুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন সহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪টায় গণসংযোগ এর উদ্দেশ্যে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী গ্রামে পৌঁছালে মোনাখালী গ্রামের নওদাপাড়ার বিএনপি নেতা কর্মীরা তাকে স্বাগত জানান।

তিনি মোনাখালি ইউনিয়নের মোনাখালী নওদাপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ, পথসভা ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন। এ সময় সাধারণ জনগনের মাঝে তারেক জিয়ার ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন সহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রদানে জনগনকে উৎসাহিত করেন তিনি। এসময় মোনাখালী ইউনিয়নের গ্রামগুলো বিএনপি’র নেতাকর্মী ও সমর্থকরা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার অঙ্গীকার করেন।

গণসংযোগকালে পথসভায় বিএনপি’র নেতা কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১৬ বছর আওয়ামী লীগের জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটি দেশ পেয়েছি। আপনারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে শক্তিশালী করে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে ১৬ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের সফলতা নিয়ে আসব। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান যাকে ধানের শীষের প্রতীক দিয়ে আমাদের মাঝে পাঠাবেন আমরা তার হয়ে একযোগে ধানের শীষের পক্ষে ভোট করে তার বিজয় সুনিশ্চিত করব।

গণসংযোগকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী,মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রায়হান কবীর, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম বিএনপি নেতাকর্মীবৃন্দ সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গণসংযোগ করলেন শিক্ষক নেতা জাকির হোসেন

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও শিক্ষক নেতা জাকির হোসেন গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল শনিবার মুজিবনগর উপজেলার বাগুয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস, জয়পুর পাড়া, মহল্লা ও বিভিন্ন হাটে জনসংযোগ ও পথসভা করেন তিনি। এ সময় এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে

সমর্থন কামনা করেন।

গণসংযোগ শেষে পথসভায় বক্তব্য দেন জাকির হোসেন। তিনি বলেন, একটি মহল ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে। জনগণ যেমন ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়েছে, তেমনি যেকোনো ষড়যন্ত্রও নস্যাৎ করে দেবে।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত। কর্মসংস্থানের অভাবে তরুণরা হতাশ। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় এলে বেকারত্ব নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

জাকির হোসেন ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেও দৃঢ় অবস্থান জানান। তিনি বলেন, মেহেরপুরের অসংখ্য মেধাবী তরুণ ঘুষ দিতে না পারায় চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আগামীতে ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের দুই শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট সাতক্ষীরায় গ্রেফতার

সাতক্ষীরার সদর থানা এলাকায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযানে অনলাইন জুয়া চক্রের অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মেহেরপুরের মুর্শিদ আলম লিপু ও মুছাইদ আলম ক্যামেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।

এর আগে মেহেরপুরে দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্যাসিনো এজেন্ট লিপু ও তার অস্ত্রের সন্ধানে যৌথবাহিনী লিপুর বাগান বাড়িতে চার দফা অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ জানায়, শুক্রবার (১০ অক্টোবর রাত) সাড়ে ১১ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা গোয়েন্দা শাখা ও সদর থানা পুলিশের একটি যৌথ টিম খানপুর থেকে বাইপাসগামী খড়িবিলা মোড় এলাকায় অভিযান চালায়। সন্দেহভাজন একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালালে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের জিনারুল ইসলাম ও রাজিয়া সুলতানা দম্পতির ছেলে মুর্শিদ আলম লিপু এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা খন্দকার পাড়ার মাসুদুল আলম ও লুবা ইয়াসমিন দম্পতির ছেলে মুছাঈদ আলম ওরফে ক্যামেল (৩০)।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়া পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তারা অনলাইন জুয়া খেলায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং জুয়ার প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতো।

অভিযানে তাদের কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন ও ৩টি ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তারকৃত মুরশিদ আলম লিপুর নামে পূর্বে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ডিএমপি’র পল্টন থানায় ১৪ নভেম্বর ২০২১ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর ২৩(২)/২৪(২)/২৫(২)/৩০(২)/৩১(২)/৩৫(২) ধরাতে দায়েরকৃত এবং এফআইআর নং-৩৭/৫৭৩।

সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার বলেন, ‘এই ঘটনায় নতুন একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে বলে দেশব্যাপী অনলাইন জুয়া ও ডিজিটাল প্রতারণা দমনে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় সারা দেশের প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সে সময় মুর্শিদ আলম লিপু মেহেরপুর থেকে আত্মগোপনে চলে যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে ঢাকা সিআইডি তাকে বিভিন্ন ব্যক্তির আইডি কার্ড ব্যবহার করে তোলা সিম কার্ড দিয়ে অন্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার প্রমাণ পেয়েছে। একই সাথে কখনো তার অবস্থান সাতক্ষীরা, কখনো মাগুড়া আবার কখনো বা ঢাকার বসুন্ধরায় তার অবস্থান সনাক্ত করেছে। তারপরও এতদিন মুরশিদ আলম লিপু ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে। মেহেরপুর তথা দেশের শীর্ষ যে ১৯ জন অনলাইন জুয়া এজেন্টের বিরুদ্ধে সিআইডির অর্গানাইজ

ক্রাইম বিভাগ মানি লন্ডারিং এর অনুসন্ধান করছে তাদের মধ্যেও প্রথম স্থানে রয়েছে এই মুরশিদ আলম লিপু।

এছাড়াও, ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট সিম ব্যবহার করে অনলাইনে জুয়ার কারবারের সঙ্গে জড়িত একটি চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সে সময়েও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মুরশিদ আলম লিপু। এরপরই প্রথমবার ক্যানসারের মতো ছড়িয়ে পড়া অনলাইন জুয়া এবং অনলাইন জুয়ার এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য দেশবাসীর সামনে আসে।

মেহেরপুরের শোলমারী গ্রামে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

দুস্থ ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে মেহেরপুরের শোলমারী গ্রামে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শোলমারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় এ ক্যাম্পের আয়োজন করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

কুষ্টিয়া ল্যাব কেয়ারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ক্যাম্পে ১০ থেকে ১২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রায় ২ শতাধিকের বেশি সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দেন। একই সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

এসময় জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি আনছারুল হক, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, রুমানা আহম্মেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাইদুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন, জেলা